৭/৮/২০০১

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... পৃঃ ৬ কলাম ৬.....

দৈনিক ইনকিলাব

শিক্ষকদের ভিন্ন কর্মকমিশন ও বেতন স্কেল থাকা উচিত

—শেখ হাসিন

বাসস ঃ আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, শিক্ষকদের জন্য ভিন্ন কর্মকমিশন ও বেতন স্কেল থাকা উচিত।

বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের ৩৯ সদস্যবিশিষ্ট একটি প্রতিনিধি দল গতকাল গণভবনে আওয়ামী লীগ প্রধানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলে শেখ হাসিনা আরও বলেন, শিক্ষার মান উন্নত করতে হলে শিক্ষক সমাজকে অবশ্যই সম্মান ও মর্যাদার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দ কর্তৃক উত্থাপি কিছু দাবীর প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তিনি বলে তার সরকার শিক্ষকদের এসব দাবী নি

৭-এর পৃঃ ৩-এর কঃ দেখুন

শেখ হাসিনা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কাজ করেছে এবং পৃথক কর্মকমিশন ও পে-স্কেলের ব্যাপারে নীতিগতভাবে একমত হয়েছিল। শিক্ষার উন্নয়ন ও শিক্ষকদের কল্যাণে আওয়ামী লীগ সরকারের নেয়া বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, শিক্ষকদের পক্ষ থেকে দাবী ওঠার আগেই আওয়ামী লীগ সরকার নতুন পে-স্কেল ঘোষণা এবং তা বাস্তবায়ন করেছিল। সাড়ে ৩ হাজার কলেজ শিক্ষককে পদোন্নতি দিয়েছিল। ৩১ হাজার প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ করেছিল।

এ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ফেডারেশনের মহাসচিব অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ ১৪ দফা সুপারিশ সম্বলিত একটি স্মারকলিপি শেখ হাসিনার কাছে হস্তান্তর করেন এবং এ দাবীগুলো আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে সংযোজন করার আহবান জানান। ফেডারেশনের প্রধান উপদেষ্টা শেখ আমানুল্লাহ, সাধারণ সম্পাদক অধ্যক্ষ আসাদুল হক এবং বাংলাদেশ স্কুল শিক্ষক সমিতির সভাপতি আজিজুল ইসলাম অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন। শেখ হাসিনা বলেন, আওয়ামী লীগ সরকার শিক্ষাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছিল। কেননা, শিক্ষা ছাড়া দারিদ্র্য বিমোচনের বিকল্প কোন পথ নেই। তিনি আরও বলেন, বর্তমান বিশ্বায়ন ও বিজ্ঞান প্রযুক্তির উন্নয়নের যুগে বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা ছাড়া নতুন প্রজন্ম প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারবে না। তাই আওয়ামী লীগ সরকার বিজ্ঞান ও কম্পিউটার শিক্ষার উপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছিল।

শেখ হাসিনা বলেন, আওয়ামী লীগ সরকার পরীক্ষায় গ্রেডিং পদ্ধতি চালু ও চার বছরের অনার্স কোর্স চালুর মাধ্যমে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নতি করার জন্য বৈপ্লবিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে শিক্ষাঙ্গন থেকে সন্ত্রাস দূর করা হয়েছিল। সেশনজট প্রায় শেষ পর্যায়ে আনা হয়েছিল। তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার দায়িত্ব নেয়ার পর থেকে শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস, হানাহানি ও ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড শুরু হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল শিক্ষাঙ্গন আজ সন্ত্রাসীদের চারণ ভূমিতে পরিণত হয়েছে। আজ তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কেবল অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘটই ডাকেনি বরং বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল কক্ষে তালা দিয়ে বন্ধ করে রেখেছে। তারা হুমকি দিয়েছে, যারা তালা খুলবে তাদের নাকি হাত কেটে নেয়া হবে। যে সকল সন্ত্রাসী প্রকাশ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের গাড়ী ভাঙচুর করেছে, তাদের পুলিশ গ্রেফতার করলেও ৪ ঘন্টা পর ছেড়ে দিয়েছে। এমনি ভয়াবহ অবস্থার সামনে প্রশাসনের নির্লিপ্ততা সকল মহলের মাঝে আতংক ও ক্ষোভের সৃষ্টি করেছে।

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী বলেন, কেবলমাত্র সত্যিকার ছাত্ররা অর্থাৎ যাদের পরিচয় আছে তারাই বিশ্ববিদ্যালয়ে আসবে এবং হলে থাকবে। কিন্তু কোন অছাত্র কিংবা ছাত্রের পিতাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পবিত্র অঙ্গনে ঢুকতে দেয়া যাবে না। শেখ হাসিনা তার সরকারের আমলে গৃহীত বিভিন্ন গণমুখী ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের কথা উল্লেখ করে বলেন, আজ গ্রামের অর্থনীতিতে প্রাণের স্পন্দন সৃষ্টি হয়েছে। তার দলের পুনরায় দেশ পরিচালনার দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে আশাবাদ ব্যক্ত করে তিনি শিক্ষকসহ সমাজের সকল স্তরের মানুষের কাছে এ ব্যাপারে সহযোগিতা এবং সমর্থন প্রত্যাশা করেন।